দৈনিক জনকণ্ঠ

২৯/৮/২০০০

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২ ......

লেটার গ্রেডিংয়ে কি সমস্যা আছে

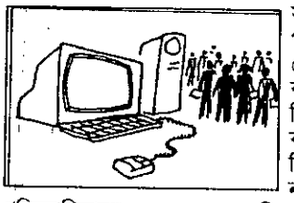

সম্প্রতি বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্য
পর্যায়ে লেটার গ্রেডিং সিস্টেম চালু করা হয়ে
বেশ কিছুদিন থেকেই নম্বর দিয়ে ফল প্রকা
বদলে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হ
বিভিন্ন মহল থেকে। কারণ হিসাবে সংশ্লি
বলেছিলেন, বর্তমান বিশ্বে আধুনিক পদ্ধ
শিক্ষা ব্যবস্থায় নম্বর দিয়ে ফল প্রকাশ করা
না, গ্রেডিং দিয়ে করা হয়। এ ছাড়া পেশা
প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে নম্বর দিয়ে যোগ্যতা যাচাই করতে গিয়ে অনেক স
সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদিও প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই গ্রেডিং হবে কিন্তু নম্বর প্রকাশ ক
হবে না; এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বৈষম্যমূলক প্রবণতা কমবে বলে মনে ক
হয়েছে। তবে এখন গ্রেডিং পদ্ধতি প্রচলনের ঘোষণা দেয়ার পর বিষয়টি নিয়ে বি
মহলে আলোচনা হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, গ্রেডিং পদ্ধতিতে ত্রুটি আছে, কার
করার সুযোগ আছে। গত বুধবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি সংবাদে ব
হয়েছে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক মাধ্যমিক ও উ
মাধ্যমিক পর্যায়ে চালু করা লেটার গ্রেডিং সিস্টেমের সাতটি বাস্তব সমস্যা চিহ্ন
করেছেন। তাঁরা সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিতভাবে আলো
করেছেন। তাঁদের অভিমত হচ্ছে, বর্তমান পদ্ধতিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ক
মেধাবীদের তুলনায় অবমূল্যায়নের শিকার হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, বে
কারণে কোন মেধাবী ছাত্র ৮০ নম্বরের বদলে ৭৯ নম্বর পেলে গ্রেড পদ্ধতিতে সে ম
নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের সমতুল্য হয়ে যাবে। যে ছাত্র নকলের আশ্রয় নিয়ে দ্বিতীয় বিভা
পাস করে সন্তুষ্ট থাকতে চায় তার উদ্দেশ্য হবে যেমন করে হোক শতকরা ৬০ ন
পাওয়া আর ৬০ পেলেই সে শতকরা ৭৯ নম্বর পাওয়া ছাত্রের সমান গ্রেড পা
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতে, এ গ্রেডিং পদ্ধতিতে ছাত্ররা অধিক পরিশ্র
নিরুৎসাহিত হবে এবং দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন ছাত্র বাছাই কর
তখন মূল সমস্যা হবে যোগ্য ছাত্রদের খুঁজে বের করে তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযো
দেয়া। নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি উন্নত দেশের পরীক্ষিত গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য
নয় বলেও এই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য বুয়েট শিক্ষকরা ৬০ থেকে
নম্বরের 'বিরাট ধাপ' ভেঙ্গে ৬০ থেকে ৬৯ নম্বরকে গ্রেড এ (এ–) ও গ্রেড পয়েন্ট
করা এবং ৭০ থেকে ৭৯ নম্বরকে গ্রেড এ (এ+) করা এবং গ্রেড পয়েন্ট ৫ কর
সুপারিশ করা হয়েছে। তাঁরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত গ্রেড পদ্ধ
অনুসরণের প্রস্তাব করেছেন।

এ ছাড়া অন্য একটি সংবাদ গত বুধবারই প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠে চতুর্থ বি
নিয়ে। নতুন গ্রেডিং পদ্ধতিতে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হবে না। এখন যারা নবম
দশম শ্রেণীতে পড়ছে তারা ইতোমধ্যে চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করেছে। অভিভাবক
বলছেন, চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যেহেতু গ্রেড নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে না সেহেতু ও
বিষয় রাখার যৌক্তিকতা কি? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেছেন, ন
যোগ না হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য ঐ বিষয়ের বা বিষয়সমূহের মূল্যায়ন হবে
কাজেই মেধাবীদের অবশ্যই চতুর্থ বিষয় নেয়া দরকার।

এখন সুপারিশমালা ও চতুর্থ বিষয় বিষয়ক মতামত প্রকাশিত হওয়ার পর স্বভাবতই প্র
উঠছে, লেটার গ্রেডিং বাস্তবসম্মত বা বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রচলিত পদ্ধতির স
সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কিনা! তবে এ যুক্তিও তোলা যায় যে, গ্রেডের সংখ্যা বাড়িয়ে
মেধা যাচাই করা যাবে কিনা? নকল এবং কারচুপির যে কথা বলা হয়েছে তা ভিন্নভা
মোকাবিলার বিষয়। আবার সেই পয়েন্ট যদি বসানো হয় তাহলে নম্বর প্রকাশে
কাছাকাছি চলে যায় নাকি বিষয়টা?

সমস্যা এবং উত্থাপিত প্রশ্নগুলো দেশের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহল মূল্যায়ন করতে পারেন
কারণ এই বিষয়টি যত আধুনিক, যত সাবলীল হবে ততই মঙ্গল। এর স
কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। আমরা আশা করি সব দিক বিবেচ